UG-Semester – IV (General)

Paper – SEC -2

Literature and History: Bengal

ফকিরমোহন সেনাপতি – টীকা লেখ।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রভাবে সমাজ-সংস্কৃতিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই নব-উন্মেষের অভিঘাত এসে পড়ে শিক্ষা ও চিন্তায়। ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে ভাষাচর্চা ও সাহিত্যচর্চা। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নতুন ধারায় প্রবাহিত হয় বাংলা সাহিত্য। পুরাতন খোলস ছেড়ে নতুন আবরণের মোড়ক লাগে। ভাষা (বাংলা) নিয়ে শুরু হয় নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা। বাংলা ভাষার বিস্তারও দ্রুত হতে থাকে। বাংলা ভাষার কাছে পরাস্ত হতে থাকে স্থানীয় ও অঞ্চলিক ভাষা। এই অবস্থায় বাংলা ভাষার গ্রাস থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয় কয়েকটা ভাষা। শুরু হয় নিজের ভাষার সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। এইভাবে ভাষার সতন্ত্র্যতা দাবী করতে শুরু করে ওড়িয়া ভাষা। আর মাতৃভাষার সত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে আসেন বালেস্বরের ফকিরমোহন সেনাপতি।

ব্রিটিশ ভারতে উড়িষ্যায় কাছারি ও সরকারি কর্মচারীদের লেখার ভাষা ছিল বাংলা। এই চিন্তা তাঁকে বারাবারে পীড়া দিয়েছে। তাই তিনি উড়িষ্যা ভাষাকে বাংলা মুক্ত করা সংকল্প নেন। তবে ফকিরমোহন সেনাপতি 'ছ মণ আঠ গুন্ঠ' লেখতেও বাংলা ভাষার প্রভাবে নেই তা বলা যাবে না। তবুও বাংলা ভাষা ও ভাষীদের কাছে শত্রুতে পরিণত হন। আর এই ফকিরমোহন সেনাপতির হাত ধরেই ওড়িয়া সাহিত্যের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। ওড়িয়া ভাষার বই-এর অভাব দূর করতে প্রতিষ্ঠা করেন 'পি. এম. সেনাপতি এন্ড কোং উৎকল প্রেস'। এর আগে উৎকলে একমাত্র 'পতিতপাবন' ছিল কটক মিশন প্রেস। এই ছাপাখানা ছিল তৎকালীন উৎকলবাসীর কাছে আকর্ষনীয় বস্তু।

১৮৪৩ সালে বালেশ্বর জেলার মল্লিকাশপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র নয় বছর বয়সেই মা-বাবাকে হারান। বড় হতে শুরু করে পিতামহীর কাছে। স্থানীয় পাঠশালায় পাঠ চুকিয়ে ভর্তি হলেন বারবাটি বঙ্গোৎকল বিদ্যালয়ে। পাঠ শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেন বালেশ্বর মিশন স্কুল-এ থার্ড মাষ্টার পদে। কর্মজীবন থেকেই উপলব্ধি করেন বাঙালি বাবুদের ওড়িয়া ভাষার প্রতি অবজ্ঞা। মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা আর পাঁচটা উড়িয়া ভাষীর মত তিনিও মেনে নিতে পারেননি। নিজের ভাষার প্রতি ভালবাসার তাগিদ থেকে ওড়িয়া ভাষার বিস্তারে মনোযোগী হন। পাশাপাশি ওড়িয়া সত্তার নির্মাণের করিগরও ছিলেন ফকিরমোহন সেনাপতি। আবার তিনি ওড়িয়া অস্মিতাকেও জাগ্রত করেন। ওড়িয়া ভাষার বিকৃতরূপ নিয়ে বাংলা ভাষা-ভাষিরা যখন ব্যস্ত, তখন নিজের মাতৃভাষাকে উদ্ধারের জন্য তৎকালীন ইংরেজ আমলা বিমস্ সাহেবের কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানান। সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন বিমস্ সাহেব। ফকিরমোহন সেনাপতি শুরু করেন ভাষা আন্দোলন। উদ্দেশ্য - স্কুলগুলোতে বাংলা ভাষার পরিবর্তে ওড়িয়া ভাষার প্রবর্তন করা। আর ফকিরমোহন সেনাপতির হাত ধরে ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হয় ভারতের ইতিহাস। উৎকল দীপিকা-র মত সমসাময়িক পত্র প্রকাশিত হতে থাকে ওড়িয়া ভাষাতে। বাংলায় যদি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক হয়ে ওঠে, তেমনি ওড়িয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফকিরমোহন সেনাপতিও অনুরূপ ছিলেন।